দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 23 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ৩ ...

লোহাগড়ার ৫১ জন শিক্ষক-কর্মচারী ২ বছর ধরে বেতন পাচ্ছেন না

লোহাগড়া (নড়াইল) প্রতিনিধি

ঘুষ-দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় লোহাগড়া উপজেলার ৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫২ জন শিক্ষক-কর্মচারীর প্রায় দুবছর ধরে সরকারি অংশের বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে। এসব শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ২০০০ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরিদর্শক হিসাবে কাজী নূরুল ইসলাম ও আলিমুজ্জামান নামে দুজন কর্মকর্তা ঢাকা থেকে আসেন। তারা লোহাগড়া উপজেলার ৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দুটি মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শকদ্বয় নানা অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীদের কাছ থেকে তাদের চাকরির বিভিন্ন কাগজপত্র চেয়ে তাদের নিজেদের আয়ত্তে নেন। এক পর্যায়ে পরিদর্শকদ্বয় শর্তসাপেক্ষে শিক্ষক ও কর্মচারীদের কাগজপত্র ফেরত দিতে রাজি হন। কিন্তু ওই পরিদর্শকদ্বয়ের দাবিকৃত ঘুষের টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে বেতন বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন তারা। নিরুপায় হয়ে শিক্ষক কর্মচারীরা লোহাগড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসককে ঘটনাটি অবহিত করেন এবং থানায় পরিদর্শকদ্বয়ের নামে ওই ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা পৃথক পৃথকভাবে আটটি জিডি করেন। শিক্ষকদের এহেন তৎপরতায় এক পর্যায়ে পরিদর্শকদ্বয় কোন প্রকার উৎকোচ ছাড়াই তড়িঘড়ি করে পরিদর্শন কাজ শেষ করে চলে যান। কিন্তু শিক্ষকদের এই প্রতিবাদী ভূমিকার প্রতিশোধ নিতে ভুল করেননি তারা। পরবর্তী সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক সিনিয়র সহকারী সচিব সরকারি অংশের বেতন বন্ধের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্টদের অবহিত করেন। ওই পত্রে মোট ১৫২ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। তবে ওই পত্রে বেতন বন্ধের কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তিন দফায় উপজেলা ও জেলা শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শন নিরীক্ষা সেলের পরিচালক বিষয়টি তদন্ত করেন। তদন্ত শেষে তারা ১৫২ জনের মধ্যে ১০১ জনের বেতন পুনরায় চালুর নির্দেশ দেন গত ১ মার্চ ২০০১। মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত একটি স্মারকপত্রে এই অনুমোদন দেয়া হলেও বাকি ৫১ জনের বেতন বন্ধ রয়েছে এখনও। যেসব স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি অংশের বেতন বন্ধ রয়েছে তা হচ্ছে, লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ জন, লক্ষ্মীপাশা বালিকা বিদ্যালয়ের ৯ জন, মরিচপাশা বিদ্যালয়ের ২ জন, শরগুনা মাদ্রাসার ২ জন, জয়পুর মাদ্রাসার ১৭ জন, কেজিআরকের ৫ জন, বসতী একাডেমীর ৭ জন।